সাফল্যের ৫ বছর

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবহণ পুল ভবন

সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা

(www.molwa.gov.bd)

সাফল্যের ৫ বছর

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকাশ কাল : অক্টোবর ২০১৫

নির্দেশনায় : এম.এ.হান্নান, সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সম্পাদনায় : কে.এফ.এম. পারভীন আখতার
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)

সহযোগিতায় : জনাব দিলীপ কুমার বণিক, যুগ্মসচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
: জনাব আজিজার রহমান মোল্যা, পরিচালক (উপ-সচিব), জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল।
: জনাব মোঃ সলিমুল্লাহ, উপ-সচিব (উন্নয়ন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
: এ,জি,এম,মীর মশিউর আলম, সচিব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট।
: জনাব নূর মোহাম্মদ মেজবাহুল কুদ্দুস, উপ প্রধান, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সার্বিক তত্বাবধান : শেখ মিজানুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মুদ্রণে : বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
ঢাকা।

মুখবন্ধ

রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী পূর্ববর্তী সময়ের ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বিশেষ প্রতিবেদন ২০১১-২০১৫ প্রকাশিত হল। গত ৫ বছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পাদিত সার্বিক কর্মকান্ডের বিবরণ এ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন জাতীয় দিবসের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা গেজেটে প্রকাশ, মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানীভাতা প্রদান, মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত নীতিমালা ও বিধি প্রণয়ন করে থাকে। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের অন্যান্য স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধের বধ্যভূমি, গণকবরর, সম্মুখ সমরের স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, শহীদদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ, পাঠাগার ও জাদুঘর নির্মাণ, সকল জেলা ও উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকল্প মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এবং জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নে নিয়মিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করণার্থে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের সেবাসমূহ যথাযথভাবে সম্পাদনের কর্মসূচিও হাতে নেয়া হয়েছে। এ সকল কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। তাছাড়া, বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য বিদেশি নাগরিক/সংগঠনকে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে, যা জাতীয় ও আন্তজার্তিক পরিমন্ডলে প্রশংসিত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ, ক, ম মোজাম্মেল হক, এমপি এর সার্বিক নির্দেশনা, বিচক্ষণ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পাদনে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করছে। এজন্য, মাননীয় মন্ত্রীর প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি আশা করি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন জাতীয় কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বাস্তবায়ন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের কল্যাণে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা এ প্রতিবেদন থেকে পাওয়া যাবে। প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

এম এ হান্নান
সচিব

বাণী

২০১১ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত ৫ বছরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও সাফল্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রতিবেদন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সামগ্রিক কর্মকান্ডের হালনাগাদ তথ্য সকলকে অবহিত করতে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর জাতীয় জীবনের সব ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের মূল আদর্শ ও চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে বীরত্বপূর্ণ মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় বাঙালি জাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। বঙ্গবন্ধু যখন একটি গণতান্ত্রিক, আধুনিক ও অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলেন, সে মুহূর্তে স্বাধীনতা বিরোধীদের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জাতির পিতাকে সপরিবারে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। এ বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের মাধ্যমে দেশে অসাংবিধানিক অপশাসন-দুঃশাসনের এক কালো অধ্যায়ের সূচনা হয়।

অনেক বন্ধুর পথ পেরিয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বৈষম্য ও দুর্নীতিমুক্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী সুখী সমৃদ্ধ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার পরিচালিত হচ্ছে। নবপ্রজন্ম এবং সুধীজনের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানবার আগ্রহ এখন তীব্রতর হচ্ছে। এ আগ্রহ ও সচেতনতা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেককে আরও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। বীর মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিবেদনে তার পূর্ণ প্রতিফলন হবে বাল আমার বিশ্বাস।

এ বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(আ .ক.ম মোজাম্মেল হক এম.পি)

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর
২০১১-২০১৫ পর্যন্ত
সাফল্যের ৫ বছর

-: সূচিপত্র :-

ক্রমিক নং	বিবরণ	পাতা নম্বর	
১।	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি		
২।	প্রশাসন অনুবিভাগ		
৩।	প্রত্যয়ন সনদ ও গেজেট অনুবিভাগ		
৪।	উন্নয়ন অনুবিভাগ		
৫।	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর		
৬।	জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)		
৭।	বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট		

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি

- ২০০১ সনের ২৩ অক্টোবর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়;
- সর্বপ্রথম বর্তমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ভবনে ৩টি কক্ষে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম আরম্ভ হয়;
- মন্ত্রণালয়ের কাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত এবং মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের স্বাচ্ছন্দে সেবা প্রদানের সুবিধার্থে ২০০২ সালে বিআরটিএ ভবন, এলেনবাড়ি, তেজগাঁও,ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থানান্তরিত হয়;
- পরবর্তীতে কাজের কলেবর ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ঠিকানা- সচিবালয় লিংক রোড, সরকারি পরিবহন পুল ভবনের ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলায় গত ১০/১০/২০০৬ তারিখ হতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

প্রশাসন অনুবিভাগ

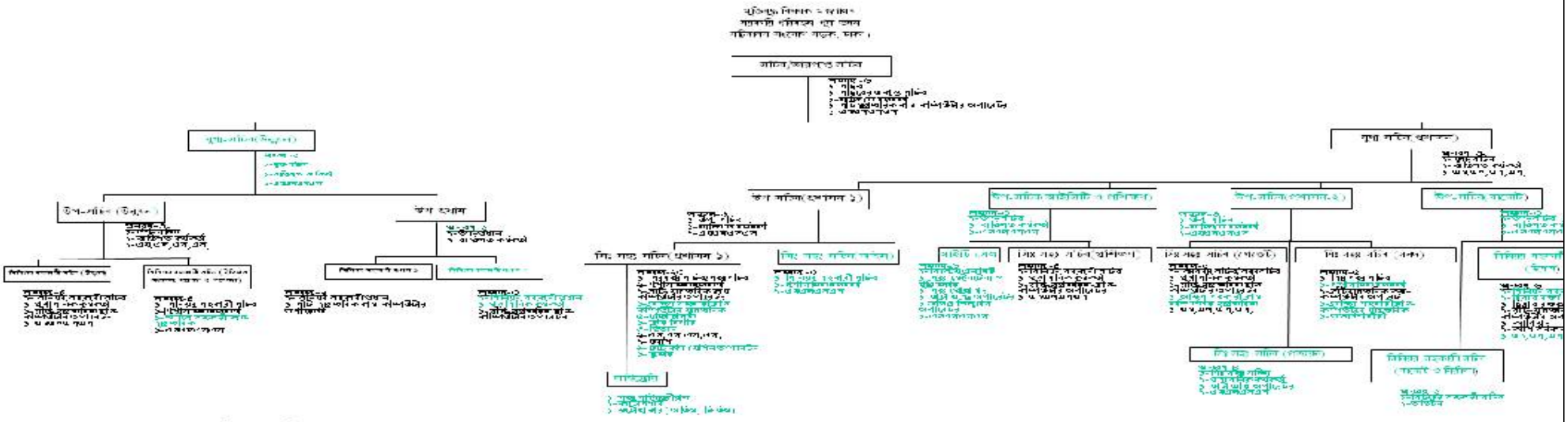

যানবাহন সংক্রান্ত

ক্রমিক	যানবাহনের নাম	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	বিলুপ্তকৃত	মোট
০১।	জীপ	-	১	-	১
০২।	কার	২			২
০৩।	মাইক্রোবাস	১	২	-	৩
০৪।	পিক-আপ		১		১
০৫।	মোটর সাইকেল	১	১	-	২
০৬।	কম্পিউটার	৫	২৫		৩০
০৭।	ফটোকপিয়ার মেশিন	-	১	-	১
০৮।	ফ্যাক্স মেশিন		১		১
০৯।	মাল্টি মিডিয়া	-	১	-	১
১০।	টাইপরাইটার মেশিন	১	২		৩
১১।	ক্যামেরা মেশিন	১	২	-	৩
১২।	এসি	১	১৫		১৬
১৩।	সহায়ক	-	২	-	২
১৪।	স্ক্যানার		১		১
১৫।	ইন্টারকম	-	১টি	-	১টি
১৬।	ডিজেল জেনারেটর	৪		৪	
	সর্বমোট	১১	৫৩	৪	৬৮

সারাংশ

ক্রমিক	পদের নাম	বিদ্যমান পদ	নতুন অনুমোদিত পদ	মোট
০১।	১ম শ্রেণী	১৩	১১	২৪
০২।	২য় শ্রেণী	১১	৯	২০
০৩।	৩য় শ্রেণী	১১	১৫	২৬
০৪।	৪র্থ শ্রেণী	১৪	১১	২৫
	সর্বমোট	৪৯	৫১	১০০

মন্ত্রণালয়ের জনবল

পদ বিন্যাস	পূর্বের পদ সংখ্যা	বর্তমান অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ সংখ্যা	শূন্য পদ সংখ্যা
১ম শ্রেণি (ক্যাডার)	১৩	২২	১২	১০
১ম শ্রেণি (নন-ক্যাডার)	০	০৪	০০	০৪
২য় শ্রেণি	১১	২০	০১	১৯
৩য় শ্রেণি	১১	২৭	০৭	২০
৪র্থ শ্রেণি	১৪	২৭	১২	১৫
সর্বমোট	৪৯	১০০	৩২	৬৮

মন্ত্রণালয়ের জনবলের তুলনামূলক চিত্র

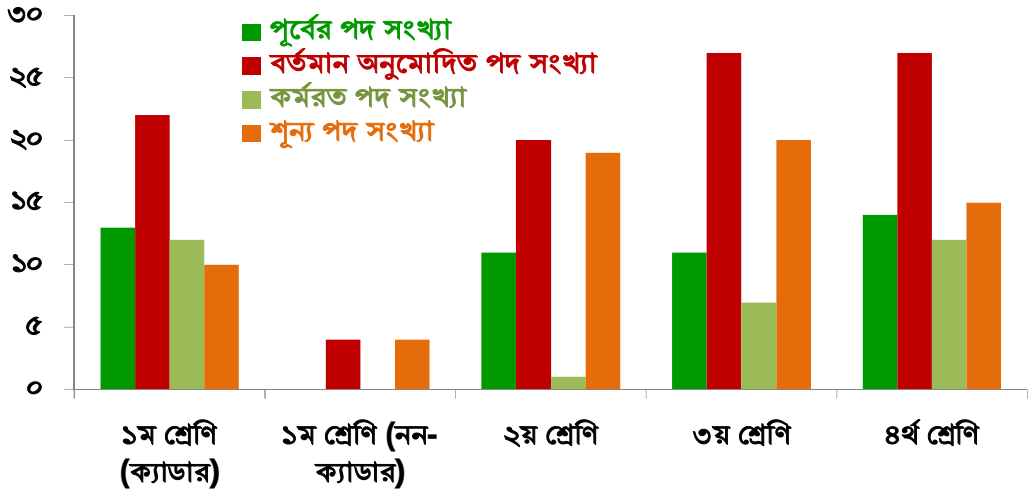

বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন/পালন

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রনালয় প্রতি বছর যথাযোগ্য মর্যাদায় নিম্মের দিবসগুলো উদযাপন/পালনের জন্য জাতীয়কর্ম সূচি প্রণয়ন করে। দিবসগুলো নিম্মরুপ:

ক. মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস
খ. ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস
গ. শহীদ বুদ্ধিজিবী দিবস
ঘ. মহান বিজয় দিবস

দিবসগুলোতে উদযাপন/পালনের জন্য জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। কর্মসূচি উদযাপন/পালনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ৯ পদাতিক ডিভিশন, সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্ণিত বিভিন্ন দিবস উদযাপনের জন্য এ মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, সংগঠন, জেলা প্রশাসনক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। নিম্মে দিবস ভিত্তিক বছরওয়ারী বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য ছকে প্রদান করা হল:

ক্রমিক নং	দিবসের নাম	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান				
		২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
১	মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস	৩,০০,০০,০০০/-	৩,২৫,৬০,০০০/-	৩,২০,৮০,০০০/-	৪,৭৫,৩০,০০০/-	৫,৮০,০০,০০০/-
২	ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস	-	৬০,০০,০০০/-	৬০,০০,০০০/-	১,০০,০০,০০০/-	১,৪২,৬৯,৭০৯/-
৩	শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস	-	-	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-	১০,০০,০০০/-
৪	মহান বিজয় দিবস	৭,৮০,৭৫,০০০/-	৭,১৭,৯৫,০০০/-	৬,৪১,৯৫,০০০/-	১৪,৫৪,৭০,০০০/-	১৪,১০,০০,০০০/-

মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদানের প্রেতিবেদন

মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা প্রদানের পরিসংখ্যান

অর্থ বৎসর	মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা (হাজারে)	সম্মানী ভাতার পরিমান (কোটি টাকায়)
২০১০-১১	১২৫	৩৬০
২০১১-১২	১৫০	৩৬০
২০১২-১৩	১৫০	৩৬০
২০১৩-১৪	২০০	৭২০
২০১৪-১৫	২০০	১২০০

ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ও সম্মানী ভাতা বৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা:

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর যুদ্ধাহত/শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারবর্গকে আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুবিধাদি প্রদান করছেনঃ-

০১। **রেশন সুবিধা :** চার সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের জন্য মাসিক ৩৫ কেজি চাল, ৩০ কেজি আটা, ৫ কেজি চিনি, ৮ লিটার ভোজ্য তেল ও ৮ কেজি ডাল নির্ধারিত মূল্যে প্রদান করা হচ্ছে।

০২। **শিক্ষা ভাতা :** যুদ্ধাহত ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে (অনধিক ২ সন্তান) বার্ষিক প্রতি সন্তান ১৬০০/- টাকা হারে শিক্ষা ভাতা প্রদান করা হচ্ছে।

০৩। **বিবাহ ভাতা :** যুদ্ধাহত ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে (অনধিক ২ কন্যা) প্রতি কন্যার জন্য এককালীন ১৯,২০০/- টাকা হারে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

০৪। **ঈদ বোনাস : ভাতাভোগী যুদ্ধাহত ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে ২ টি ঈদ-এ (ঈদ উল ফিতর ও ঈদ উল আযহা) মূল ভাতার সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।**

০৫। **প্রীতিভোজ : ভাতাভোগী যুদ্ধাহত ও মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার পরিবারকে (২৬ মার্চ ও ১৬ ডিসেম্বর) জন প্রতি ২৪০/-হারে মোট ৪৮০/-টাকা প্রীতিভোজের জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে।**

০৬। **চিকিৎসা খরচ (দেশে) : স্বাস্থ্য উপদেষ্টার পরামর্শ অনুযায়ী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হলে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট তাঁর চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয় বহন করে থাকে।**

০৭। **চিকিৎসা খরচ (বিদেশ):** বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশক্রমে প্রয়োজেনে বিদেশে (ভারত, থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুর) উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট সর্বোচ্চ ০৮.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যয় বহন করে থাকে।

০৮। **পরিচয়পত্র: রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত সকল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণকে সরকারি যানবাহনে এবং (বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসির কোচ, বাস ও জলযান) বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ সকল রুটে বৎসরে একবার (আসা-যাওয়া) এবং আন্তর্জাতিক রুটে বৎসরে দু'বার (আসা যাওয়া) বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়। যা প্রতি ০৫ বৎসর অন্তর নবায়নযোগ্য।**

০৯। **কৃত্রিম অংগ প্রত্যংগ :** মুক্তিযোদ্ধাদের চলাচলের জন্য হুইল চেয়ার, ক্রাচ, লাঠি, কৃত্রিম অংগ, জুতা-মোজা, শ্রবণ যন্ত্র, চশমা ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

১০। আবহাওয়া পরিবর্তন : যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের (হুইল চেয়ারে চলাচলকারী) বৎসরে একবার কক্সবাজার/ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়।

১১। **বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বনভোজন :** ঢাকায় অবস্থানরত সকল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা তাদের পরিবারের জন্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং বনভোজনের আয়োজন করে থাকে।

১২। **জাতীয় ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ :** মহান বিজয় দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস, বঙ্গবন্ধুর জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয়/ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির ব্যয় বহন করা হয়ে থাকে।

১৩। **মৃতদেহ দাফন/সৎকার :** রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ মৃত্যুরবণ করলে তার ইচ্ছানুযায়ী মৃতদেহ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন/সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

১৪। পানি ও পয়ঃ নিষ্কাশন বিল মওকুফ : সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের গৃহস্থলি কাজে ব্যবহারের জন্য পরিবারের সদস্য প্রতি দৈনিক ১২৫ লিঃ পানির বিল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

১৫। বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ : সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের ১৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত নিজস্ব বাড়ির হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

১৬। **গ্যাস বিল মওকুফ :** যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ০২ বার্নার গ্যাসের চুলার বিল মওকুফের সুবিধা পেয়ে থাকে।

১৭। বিদ্যুৎ বিল মওকুফ : যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল মওকুফ সুবিধা ভোগ করে থাকে।

১৮। মোবাইল ফোনঃ চিকিৎসা ও বিভিন্ন কাজে ট্রাস্টের কর্মকর্তাদের সহিত যোগাযোগের জন্য হুইল চেয়ারে চলাচলকারী যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যেককে একটি করে মোবাইল ফোন দেয়া হয়েছে। এছাড়া, মাসিক ১১০০/-টাকা থেকে ১৯০০/-টাকা পর্যন্ত বিল পরিশোধের সুবিধা পেয়ে থাকেন।

১৯। ®টোল মওকুফ সুবিধাঃ সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের আওতাধীন সেতু পারাপারের ক্ষেত্রে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ তাদের পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে তাদের বহনকারী গাড়ীর সেতুতে টোল মওকুফ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

২০। ফেরীতে বিনা ভাড়ায় পারাপারের সুবিধাঃ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ বিআইডব্লিউটিসির ফেরী পারাপারের ক্ষেত্রে যুদ্ধাহত পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে তাদের প্রাইভেটকার মাইক্রোবাস এবং এ্যাম্বুলেন্স ফেরীতে বিনা ভাড়ায় পারাপারের সুবিধা পেয়ে থাকেন।

২১। হোটেল মোটেলে থাকার সুবিধাঃ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ পর্যটন কর্পোরেশনের হোটেল ও মোটেলে স্ব-পরিবারে ০২ রাত্র ০৩দিন ফ্রি থাকার সুবিধা পেয়ে থাকেন।

২২। ডাক বাংলোতে অবস্থানঃ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগণ তাদের পরিচয়পত্র প্রদর্শন সাপেক্ষে জেলা পরিষদের মালিকানাধীন ডাক বাংলোতে বিনা ভাড়ায় ০২দিন অবস্থানের সুবিধা পেয়ে থাকেন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বার্ষিক অর্জন প্রতিদেন (বাংলা ভার্সন)
জুন,২০১৪-জুলাই,২০১৫

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্ম-সম্পাদন সূচকের মান (Weight ofPerformance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক২০১৫-১৬ (Target /Criteria Value for FY 2015-16)					বার্ষিক অর্জন জুন,২০১৪-জুলাই,২০১৫
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ											
১:মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ	৫১	(১.১) মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের উত্তরাধিকারীদের সম্মানী ভাতা প্রদান	(১.১.১) সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	জন (লক্ষ)	১৫	২.০০	১.৭০	১.৬০	১.৫৫	১.৫০	১.৮০
		(১.২)-যুদ্ধাহত,,খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা ,রেশন সুবিধা ওযুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান।	(১.২.১)সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংখ্যা	৭	৭৫২০	৭০০০	৬৮০০	৬৬০০	৬৪০০	৭০৫৩
		(১.৩) প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা সনাক্ত করণের জন্য উপজেলা কমিটি গঠন	(১.৩.১) কমিটি গঠিত	সংখ্যা	৫	৪৮৩	৪৫০	৪২০	৪০০	৩৮০	০০
		(১.৪) মুক্তিযোদ্ধা ও তঁদের সন্তান-সন্ততিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ওক্ষুদ্রঋণ প্রদান।	(১.৪.১) প্রশিক্ষিত ব্যক্তি	সংখ্যা	৪	৩৫০০	৩০০০	২৬০০	২৫০০	২৩০০	৩৫০০
			(১.৪.২) সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংখ্যা	৩	১৭০০	১৫০০	১৪০০	১৩০০	১২০০	২৪৪৮
		(১.৫)ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ।	(১.৫.১) নির্মিত বাসস্থান	সংখ্যা	৬	৮০০	৬৫০	৫৫০	৫০০	৪৫০	৮০০
		(১.৬)মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ।	(১.৬.১) নির্মিত জেলা কমপ্লেক্স	সংখ্যা	৫	২৫	২০	১৮	১৬	১৪	২৫
			(১.৬.২) নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স	সংখ্যা	৬	৫০	৪২	৩৫	৩০	২৫	৫১
২.মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ;	২৪	(২.১)মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ	(২.১.১)নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ	সংখ্যা	৭	২৮	২৫	২২	২০	১৮	২৮
		(২.২) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি/স্মারক চিহ্ন জাদুঘরে প্রদর্শন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অবহিতকরণ	(২.১.১) জাদুঘর পরিদর্শিত ব্যক্তি	সংখ্যা	১০	২২০০০	২০০০০	১৮০০০	১৭০০০	১৬০০০	২৬৪০৪
			(২.১.২) নির্মিত ডকুমেন্টারি	সংখ্যা	৭	৮০০০	৭০০০	৬০০০	৫০০০	৪০০০	৯৬০০
৩. মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাসমুন্নত রাখা।	১০	(৩.১) নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ডকুমেন্টরি ফিল্ম প্রদর্শনী।	(৩.১.১) প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনী	সংখ্যা	১০	৩২০০০	২৭০০০	২৫০০০	২২০০০	২০০০০	৪৮৭৩৮

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্ম-সম্পাদন সূচকের মান (Weight ofPerformance Indicators)	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক২০১৫-১৬ (Target /Criteria Value for FY 2015-16)					বার্ষিক অর্জন জুন,২০১৪-জুলাই,২০১৫
						অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
মন্ত্রণালয়/ বিভাগের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ											
[এম.১] সেবারমানোন্নয়ন	৬	[এম.১.১]সিটিজেনসচার্টারবাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন	তারিখ	১.০০	৩১/১২/২০১৪	৩১/০১/২০১৫	২৮/০২/২০১৫	৩১/০৩/২০১৫	৩০/০৪/২০১৫	৩১/১২/২০১৪
			[এম.১.১.২]ওয়েবসাইটে সিটিজেনসচার্টারপ্রকাশিত	তারিখ	১.০০	৩১/১২/২০১৪	৩১/০১/২০১৫	২৮/০২/২০১৫	৩১/০৩/২০১৫	৩০/০৪/২০১৫	২৮/০২/২০১৪
		[এম.১.২] অভিযোগপ্রতিকারব্যবস্থাবাস্তবায়ন	[এম.১.১.৩] অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ফোকাল পয়েন্টের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১.০০	৩১/১২/২০১৪	৩১/০১/২০১৫	২৮/০২/২০১৫	৩১/০৩/২০১৫	৩০/০৪/২০১৫	২৯/০৪/২০১৫
			[এম.১.২.১] মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জানুয়ারি ২০১৫ হতে জিআরএস রিপোর্ট প্রেরিত	রিপোর্ট সংখ্যা	১.০০	৫	৪	৩	২	১	৫
		[এম.১.৩] ইনোভেশনকার্যক্রমবাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] ইনোভেশন টিমের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	১.০০	১০০	৮০	৫০	৩০	২৫	১০০
			[এম.১.৩.২] অফিসিয়াল কাযর্ক্রমে ইউনিকোড ব্যবহৃত	তারিখ	১.০০	৩১/১২/২০১৪	৩১/০১/২০১৫	২৮/০২/২০১৫	৩১/০৩/২০১৫	৩০/০৪/২০১৫	-
[এম.২]সুশাসনের মানোন্নয়ন	৪	[এম.২.১] তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন ও প্রকাশ	[এম.২.১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী তথ্য প্রদানের শতকরা হার এবং এ সংক্রান্ত রেগুলেশন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	%	২.০০	৮০	৭০	৬০	৫০	৪০	৮০
		[এম.২.২]জাতীয়শুদ্ধাচারকৌশলপ্রণয়ন ওবাস্তবায়ন	[এম.২.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১৫ প্রণয়ন এবং নৈতিকতা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত	তারিখ	২.০০	১৫/০৩/২০১৫	৩১/০৩/২০১৫	৩০/০৪/২০১৫	৩১/০৫/২০১৫	৩০/০৬/২০১৫	১৫/০৩/২০১৫

মন্ত্রণালয়/ বিভাগের আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

						পরিমাপেরমান					বার্ষিক অর্জন জুন,২০১৪-জুলাই,২০১৫
কৌশলগতউদ্দেশ্য(Strategic Objectives)	কৌশলগতউদ্দেশ্যরমান(Weight of Strategic Objectives)	কার্যক্রম (Activities)	চূড়ান্তফলাফল (Outcome Indicator)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদনসূচকেরমান(Weight of Performance Indicators)	অসাধারণ	অতিউত্তম	উত্তম	চলতিমান	চলতিমানেরনিম্নে	
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	
[এম.৩] আর্থিক ব্যবস্থাপনারমানোন্নয়ন	৩	[এম.৩.১] বাজেটবাস্তবায়নকমিটিরকর্মপরিধিযথাযথভাবেঅনুসরণ	[এম.৩.১.১] বাজেটবাস্তবায়নপরিকল্পনা (Budget Implementation Plan) প্রণীতওঅর্থ বিভাগে প্রতিবেদন দাখিলকৃত	রিপোর্ট সংখ্যা	১.০০	৫	৪	৩	২	১	৩
			[এম.৩.১.২] ত্রৈমাসিকবাজেটবাস্তবায়নপ্রতিবেদন অর্থ বিভাগে দাখিলকৃত	রিপোর্ট সংখ্যা	১.০০	৪	৩	২	১	০	৩
		[এম.৩.২] অডিটআপত্তিনিষ্পত্তিকার্যক্রমেরউন্নয়ন	[এম.৩.২.১] বছরেঅডিটআপত্তিনিষ্পত্তিকৃত	%	১.০০	৭০	৫৫	৪০	৩০	২০	৩৩
[এম.৪] বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির কার্যকরী ব্যবস্থাপনা	২	[এম.৪.১] সময়মত ২০১৪-১৫ সালের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি প্রনয়ন ও দাখিল	[এম.৪.১.১] নির্ধারিততারিখেএপিএ দাখিলকৃত	তারিখ	২.০০	০১/০২/২০১৫	০২/০২/২০১৫	০৩/০২/২০১৫	০৪/০২/২০১৫	০৫/০২/২০১৫	০১/০২/২০১৫

মোট যোগকৃত স্কোর-৯১.২
যোগকৃত স্কোর-৯১.২

মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছেন তাঁদেরকে সম্মাননা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৫ মার্চ ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত মপবৈ-১০(০৩)/২০১০ সংখ্যক সভার ১১নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা' 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই মতে ২০১০ সাল হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৩২৯ (তিনশত ঊনত্রিশ) জন ব্যক্তি ও ০৯ (নয়) টি প্রতিষ্ঠানকে মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা প্রদানকারী দেশের নামের তালিকা:

দেশের নাম	ব্যক্তি	প্রতিষ্ঠান	মোট
ভারত	২১৬	০৯	২২৫
নেপাল	০৯	০০	০৯
ভুটান	০২	০০	০২
রাশিয়া	১১	০০	১১
যুগোস্লাভিয়া	০১	০০	০১
ইউকে	১৩	০০	১৩
জার্মান	০২	০০	০২
ইউএসএ	২৯	০০	২৯
জাপান	০৮	০০	০৮
আয়ারল্যান্ড	০২	০০	০২
ডেনমার্ক	০১	০০	০১
ফ্রান্স	০২	০০	০২
সুইডেন	০৫	০০	০৫
ইতালী	০২	০০	০২
ভিয়েতনাম	০১	০০	০১
অস্ট্রোলিয়া	০২	০০	০২
কিউবা	০১	০০	০১
পাকিস্তান	১৭	০০	১৭
শ্রীলংকা	০২	০০	০২
তুরস্ক	০১	০০	০১
মিশর	০২	০০	০২
সর্বমোট=	৩২৯	০৯	৩৩৮

বাংলাদেশ স্বাধনতা সম্মাননা (Bangladesh Freedom Honour), বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা (Bangladesh Liberation War Honour) ও মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা (Friends of Liberation War Honour) প্রদানের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	তারিখ	বাংলাদেশ স্বাধীনতা সম্মাননা	বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা	মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা		মোট	মন্তব্য
				ব্যক্তি	সংগঠন		
১ম	২৫-০৭-২০১১	০১	০০	০০	০০	০১	শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
২য়	২৭-০৩-২০১২	০০	০৮	৭০	০৬	৮৪	
৩য়	২০-১০-২০১২	০০	০২	৫৯	০০	৬১	
৪র্থ	১৫-১২-২০১২	০০	০০	৬০	০২	৬২	
৫ম	০৪-০৩-২০১৩	০০	০১	০০	০০	০১	মান্যবর রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী
৬ষ্ঠ	২৪-০৩-২০১৩	০০	০২	৬৬	০১	৬৯	
৭ম	০১-১০-২০১৩	০০	০২	৫৭	০১	৬০	
	সর্বমোট	০১	১৫	৩১২	১০	৩৩৮	

মন্ত্রণালয়ের অর্জিত সাফল্য

❑ ২০১১ সালে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান

মন্ত্রণালয়ের অর্জিত সাফল্য

... .অর্জিত সাফল্য

- মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ ২০১১ সালে বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মাননা গ্রহণ করেন ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী©

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বঙ্গভবনে সংবর্ধনা

.....অর্জিত সাফল্য

- বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা মাসিক ৩০০/- টাকা হতে পর্যায়ক্রমে ৮,০০০/- টাকায় উন্নীত;
- ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৪২ হাজার হতে ২ লক্ষে উন্নীত;
- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ১২০০ কোটি টাকায় উন্নীত ।

.....অর্জিত সাফল্য

- মন্ত্রণালয়ে আগত সেবাপ্রার্থীদের জন্য হেল্প ডেস্ক চালু;
- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা/ সুবিধাদি প্রদানের প্রক্রিয়াকে সহজ ও গতিশীল করতে SMART KYC প্রবর্তন;
- মোবাইল ফোনে এসএমএস বার্তার মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ;

.....অর্জিত সাফল্য

- মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকাভুক্তির আবেদন প্রক্রিয়াকে সেবা বান্ধব করার লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন পত্র গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয়ে আগত সেবাপ্রার্থী মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা;
- মুক্তিযুদ্ধের দলিল ও ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থ ‘সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা’ প্রকাশ;

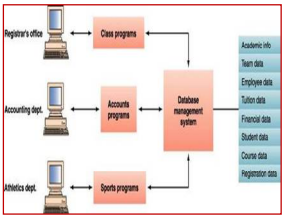

.....অর্জিত সাফল্য

- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদেরকে বাংলাদেশ বিমানের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক রুটে বিনাভাড়ায় ভ্রমণের ব্যবস্থা;
- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারী পরিবহনে (ট্রেন, বাস ও স্টীমার) সর্বোচ্চ শ্রেণিতে বিনা ভাড়ায় ভ্রমণের ব্যবস্থা;

ইতিহাস সংরক্ষণ,গবেষণা ও প্রকাশনা

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধের উপর বিরল আলোকচিত্রের সমন্বয়ে "সংগ্রাম থেকে স্বাধীনতা" শীর্ষক সচিত্র অ্যালবাম বিগত ডিসেম্বর, ২০১০ সময়কালে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে মার্চ, ২০১২ সময়কালে এটি পুন:মুদ্রণ হয়। উক্ত অ্যালবাম গ্রন্থে প্রাচীন বাংলা হতে শুরু করে বাংলার মানুষ গণতন্ত্র ও স্বাধীকারের জন্য কিভাবে আত্মদান করেছে, বাংলার মুসলিম শাসন, ইংরেজ নিপীড়ন ও শোষণ, পাকস্তিান সৃষ্টি ও পরবর্তী সময়ের ঘটনার সচিত্র প্রতিবেদন এবং মার্চ, ১৯৭১ হতে ডিসেম্বর, ১৯৭১ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের সচিত্র প্রতিবেদন এতে অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। উক্ত অ্যালবাম গ্রন্থের মাধ্যমে জাতি, নতুন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারবে বলে আশা করা যায় এছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধ সেক্টর ভিত্তিক ১১ খন্ড ও ব্রিগেডভিত্তিক ১ খন্ড ইতিহাস প্রকাশ করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতিকে অমর করে রাখার লক্ষ্যে দেশের ৩৫টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরের স্থানগুলো সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০টি জেলার ১৩টি স্থানে সম্মুখ যুদ্ধের স্মৃতি হিসাবে সমর স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রত্যয়ন সনদ ও গেজেট অনুবিভাগ

২০১০ সাল হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মোট ১৭৫৭ টি গেজেট প্রকাশিত হয়।

প্রকাশিত গেজেটের সংখ্যা

ক্রমিক নম্বর	সাল	গেজেটের সংখ্যা	মন্তব্য
০১	২০১০	১১২৩	
০২	২০১১	১৩৬০	
০৩	২০১২	১৬৩০	
০৪	২০১৩	১৪২১	
০৫	২০১৪	১৭৫৭	

২০১০ হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মোট ৫১৫৪৩ টি সনদপত্র প্রদান করা হয়।

মুক্তিযোদ্ধা সাময়িক সনদপত্র বিতরণ

সাল	ইস্যুকৃত সাময়িক সনদপত্র সংখ্যা
২০১০	১৪৬৯৭
২০১১	১২৬৮৮
২০১২	১১২২৩
২০১৩	৭৭৪৫
২০১১৪	৫১৯০
	সর্বমোট= ৫১৫৪৩

স্বাধীনতা কমপ্লেক্স, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম লীজ হিসেবে আয়কৃত অর্থের হিসাব

ক্রমিক	অর্থ বছর	আয়ের পরিমাণ
১।	২০১০-১১	১৬৫,৪৬,৭৬০/-
২।	২০১১-১২	১২৪,১০০৭০/-
৩।	২০১২-১৩	৭৮,১১৭৩৮/-
৪।	২০১৩-১৪	১৯৮,৬২৪৪৩/-
৫।	২০১৪-১৫	৯৩,১১৭৬৮/-
	মোট=	৬,৫৯,৪২,৭৭৯/-

উন্নয়ন অনুবিভাগ

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালি জাতির হাজার বছরের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম অর্জন। এটি আমাদের জাতীয় জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। মুক্তিযোদ্ধারা এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শকে সামনে রেখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই মহান মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, ঐতিহ্য ও স্মৃতি সংরক্ষণ এবং জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সরকার বহুমাত্রিক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ঞভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের সকল উপজেলায় আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাগণের নিজস্ব ভূমিতে পাকা বসতবাড়ী/বাসস্থান নির্মাণ ও মুক্তিযোদ্ধাগণের সন্তানদের আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

উপজেলা পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কার্যক্রম অধিকতর সুষ্ঠ ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ভৌত সুবিধাদি বৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তান-সন্ততিগণের আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধন এবং উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের লক্ষ্যে তহবিল গঠন করার জন্য ঞউপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ"-শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই ২০১২-জুন ২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধকালিণ ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস জানানোর জন্য মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পটি ২০১০-২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত দেশের ৬৫টি স্থানে স্তম্ভ/স্থাপনা নির্মাণ করে স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঐ স্থাপনাগুলিতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

দেশের প্রতি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদকে সরকার প্রদত্ত ৫ (পাঁচ)কাঠা জমির উর ৫-তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৩-তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ"- শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহীত হয়। প্রতিটি ভবনের ১ম তলায় দোকান, ২য় তলায় কমিউনিটি সেন্টার এবং ৩য় তলায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কমান্ড কাউন্সিলের দফতর রয়েছে।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অন্যতম ধারক ও বাহক। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানকে সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ঞঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (২য় পর্যায়)"-শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১৭৪.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই. ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ১৩ তলা বিশিষ্ট ঞঢাকাস্থ গজনবী সড়কে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যক ভবন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)"-শীর্ষক প্রকল্পটি গৃহীত হয়। এ প্রকল্পের আওতায় মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সকল মুক্তিযোদ্ধাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০১০-২০১৪ মেয়াদে উন্নয়নের সাফল্যঃ

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদকাল	২০১০-২০১৪ পর্যন্ত টার্গেট	২০১০-২০১৪ পর্যন্ত সম্পন্ন	ব্যয়িত অর্থ ২০১০-২০১৪ পর্যন্ত (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ	২০১০-২০১৬	৪৫	৩২	১৮০৩.৬২	চলমান প্রকল্প
২.	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	২০১২-২০১৬	২৫	১৫	১১৪৯৫.৯৩	চলমান প্রকল্প
৩.	সকল জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	২০১০-২০১৬	১৫	১০	৭২৪৩.৭২	চলমান প্রকল্প
৪.	ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ	২০১২-২০১৬	৫৩০	১৮০	৩০৪৭.৩৬	চলমান প্রকল্প
৫.	ঢাকাস্থ গজনবী সড়কে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ	২০১০-২০১৪	১	১	৬২৮৪.০০	চলমান প্রকল্প
৬.	ঢাকাস্থ সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতাস্তম্ব নির্মাণ প্রকল্প	২০০৯-২০১৪	১	১	১৭৪৫৮.০০	চলমান প্রকল্প

১.সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন

ক্রঃনম্বর	ফিল্ডের নাম		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা		
০১	প্রকল্পের নাম	:	সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)		
০২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত ভবনে আয়বর্ধক সুবিধাদিসহ দোকান,হল রুম ও তথ্য-প্রযুক্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।		
০৩	প্রকল্পের স্ট্যাটাস	:	বাস্তবায়নাধীণ		
০৪	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও গণপূর্ত অধিদপ্তর		
০৫	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১৫২৬৬.৭৬ লক্ষ টাকা (বাইশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)		
০৬	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১৬		
০৭	প্রকল্পের এলাকা	:	৬৪ টি জেলা সদর।		
০৮	কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	:	৫ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন নির্মাণ		
০৯	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)	:	আর্থিকঃ- ৮৮৫৪.৬৬ লক্ষ টাকা ,অনুমোদনের পর্যায়ঃ অনুমোদিত, বাস্তবঃ- ৫৫%		
১০	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের বিবরণ	:	(ক) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	২৯৪৯.০০ লক্ষ টাকা
			(খ) অবমুক্তি	:	৭৩৭.২৫ লক্ষ টাকা
			(গ) ব্যয়	:	৬.৩০ লক্ষ টাকা
			(ঘ) আর্থিক অগ্রগতিঃ	:	০.২১%
			(ঙ) বাস্তব অগ্রগতিঃ	:	২০%
১১	ভৌত অগ্রগতি	:	প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৪৩টি কমপ্লেক্স ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন, ০৬টি ভবন নির্মাণের কাজ চলমান এবং বাকী ১৫টির দপরপত্র প্রক্রিয়াধীন ও জমি প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।		

জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স

জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স

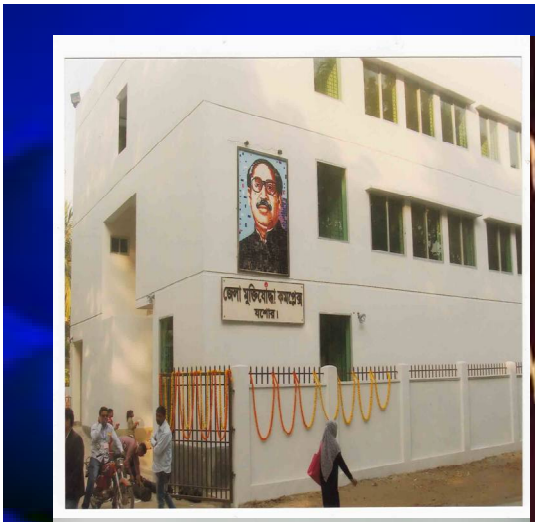

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন উদ্বোধন

২.উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ

০১	প্রকল্পের নাম	:	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প		
০২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত ভবনে আয়বর্ধক সুবিধাদিসহ দোকান,হল রুম ও তথ্য-প্রযুক্তি এবং অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।		
০৩	প্রকল্পের স্ট্যাটাস	:	বাস্তবায়নাধীণ		
০৪	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এলজিইডি		
০৫	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	১০৭৮৫০.৫৯ লক্ষ টাকা (এক হাজার আটাত্তর কোটি পঞ্চাশ লক্ষ উনষাট হাজার টাকা) ।		
০৬	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০১২ - জুন, ২০১৬ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত		
০৭	প্রকল্পের এলাকা	:	সদর উপজেলা ব্যতীত সারাদেশের ৪২২টি উপজেলা		
০৮	কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	:	৫ তলা ফাউন্ডেশন ও ২৫০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন নির্মাণ		
০৯	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)	:	আর্থিক:-১৮৩৯৫.৯৯ লক্ষ টাকা বাস্তব : ২০%		
১০	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের বিবরণ	:	(ক) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	২৬৫০০.০০ লক্ষ টাকা
			(খ) অবমুক্তি	:	৬৬২৫.০০ লক্ষ টাকা
			(গ) ব্যয়	:	৫০১৫.০০ লক্ষ টাকা
			(ঘ) আর্থিক অগ্রগতিঃ	:	১৮.৯২%
			(ঙ) বাস্তব অগ্রগতিঃ	:	২৫%
১১	ভৌত অগ্রগতি	:	দেশের ৪২২টি উপজেলায় (সদর ব্যতিত) উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হবে। এ পর্যন্ত ৭১টি উপজেলায় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ৮৫টি উপজেলায় নির্মাণ কাজ চলমান, ২৭টির দরপত্র কার্যক্রম এবং ২৩৯টির সার্ভে, ড্রইং ও ডিজাইন এর কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মানের নমুনা মডেল

ভবনের বৈশিষ্ট্য

- প্রতিটি ফ্লোর এর আয়তন : ২৫০০ বর্গফুট।
- স্থান বিন্যাস : প্রথম ও দ্বিতীয় তলা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে এবং তৃতীয় তলা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস ও সম্মেলন কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হবে।
- প্রতিটি ভবনে রয়েছে সোলার প্যানেল ও অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা।
- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের চলাচলের জন্য বিশেষ সুবিধার সংস্থান রয়েছে।
- মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস ও সম্মেলন কক্ষ-এর জন্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রকল্প থেকে সরবরাহ করা হবে।

নির্মিত উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প

Liberation War

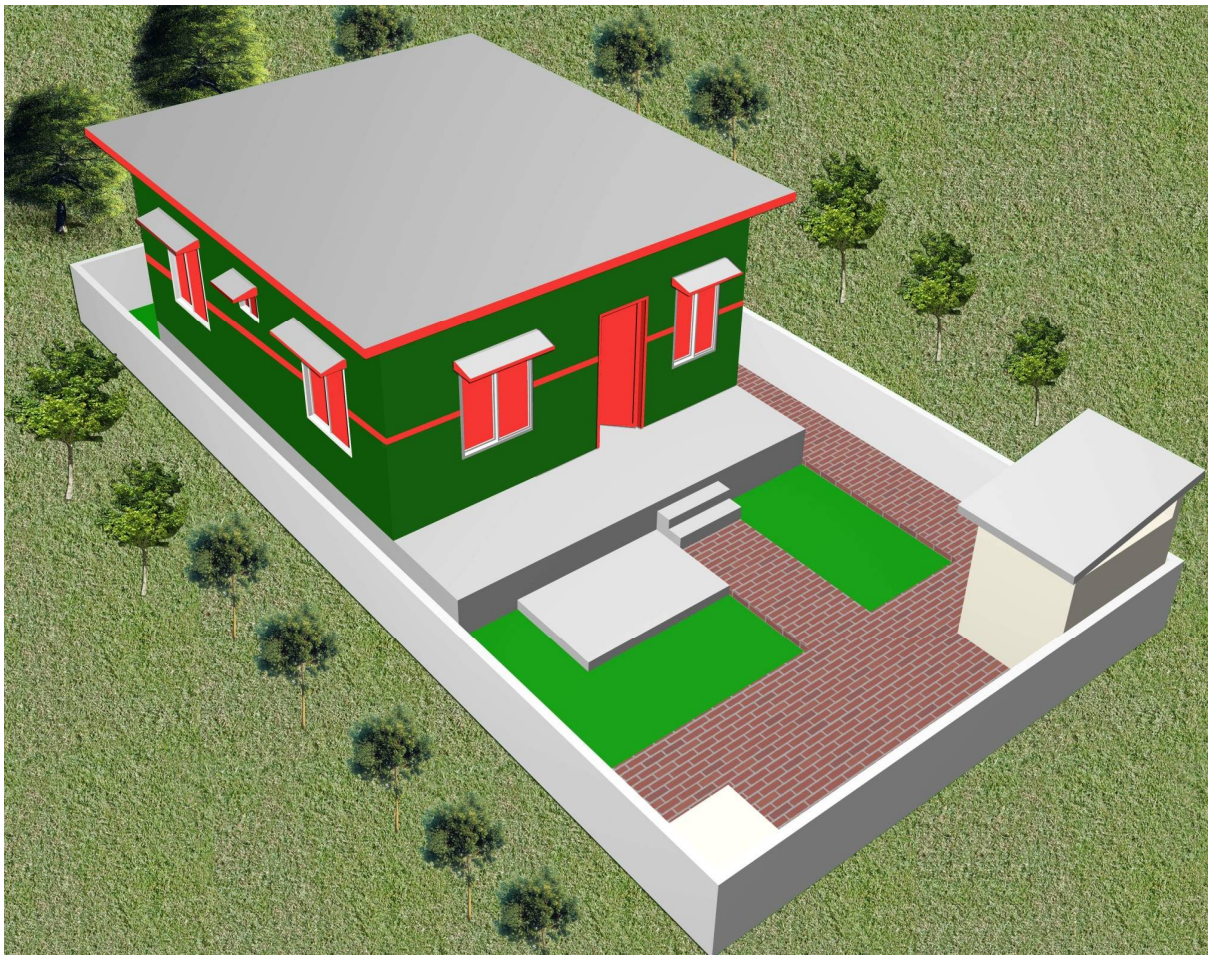

ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্পের মডেল

৩.ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প

০১	প্রকল্পের নাম	:	ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প		
০২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের নিজস্ব জমিতে বাসস্থানের ব্যবস্থা করা।		
০৩	প্রকল্পের স্ট্যাটাস	:	বাস্তবায়নাধীণ		
০৪	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এলজিইডি		
০৫	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২২৭৯৭.৩৭ লক্ষ টাকা (দুই শত সাতাশ কোটি সাতানব্বই লক্ষ সাইত্রিশ হাজার টাকা)।		
০৬	বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারি ২০১২-জুন ২০১৬ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত		
০৭	প্রকল্পের এলাকা	:	বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায়		
০৮	কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	:	২টি বেডরুম, বারান্দাসহ ১তলা ভবন। আলাদা বাথরুম, টিউব ওয়েল এবং গরু/হাস-মুরগী পালনের জন্য শেড এর সংস্থান আছে।		
০৯	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)	:	আর্থিক:-৮৫২৪.০৬ লক্ষ টাকা ; বাস্তব : ৪০%		
১০	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের বিবরণ	:	(ক) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	১৩০০০.০০ লক্ষ টাকা
			(খ) অবমুক্তি	:	৩২৫০.০০ লক্ষ টাকা
			(গ) ব্যয়	:	১৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা
			(ঘ) আর্থিক অগ্রগতিঃ	:	১২.১২%
			(ঙ) বাস্তব অগ্রগতিঃ	:	১৫%
১১	ভৌত অগ্রগতি	:	প্রকল্পে সংস্থানকৃত মোট ২৯৭১টি ইউনিটের মধ্যে সেপ্টেম্বর,২০১৫ মাস পর্যন্ত ২২০২টি ইউনিট নির্মাণের জন্য অগ্রগতি অনুমোদিত হয়েছে। এ পর্যন্ত ৮৫৫টি ইউনিটের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ১০৭৪টি ইউনিটের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং ২৭৩টির দরপত্র কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।		

কাশিয়ানি উপজেলার বীরাঙ্গনা রওশনারা-এর জন্য

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নির্মিত বাসস্থানসমূহ

বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সবুর-এর জন্য নির্মিত বাসস্থান

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ তসলিম উদ্দিন-এর জন্য নির্মিত বাসস্থান

বীরমুক্তিযোদ্ধা মৃত শহরউল্লাহর পরিবারের জন্য নির্মিত বাসস্থান
কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প

ক্রঃনম্বর	ফিল্ডের নাম		সংক্ষিপ্ত বর্ণনা		
০১	প্রকল্পের নাম	:	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)		
০২	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	নতুন প্রজন্মের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি এবং চেতনাকে জাগ্রত করা এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য		
০৩	প্রকল্পের স্ট্যাটাস	:	বাস্তবায়নাধীণ		
০৪	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)		
০৫	মোট প্রাক্কলিত ব্যয়	:	২২৯৬.৮৫ লক্ষ টাকা (বাইশ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)		
০৬	বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১৬ অনুমোদনের পর্যায়ঃ সংশোধিত অনুমোদিত		
০৭	প্রকল্পের এলাকা	:	বাংলাদেশের ৩৫টি উপজেলার ৬৫টি স্থানে		
০৮	কাজের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	:	মুক্তিযুদ্ধের ধারক সম্পন্ন বিভিন্ন নকশায় নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ		
০৯	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (জুন, ২০১৫ পর্যন্ত)	:	আর্থিকঃ- ২১০১.৭৫ লক্ষ টাকা ও বাস্তবঃ ৯১%		
১০	২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের বিবরণ	:	(ক) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরের বরাদ্দ	:	প্রস্তাবিত
			(খ) অবমুক্তি	:	------
			(গ) ব্যয়	:	-----
			(ঘ) আর্থিক অগ্রগতিঃ	:	----%
			(ঙ) বাস্তব অগ্রগতিঃ	:	২০%
১১	ভৌত অগ্রগতি	:	প্রকল্পের আওতায় ৬৫ টি স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৫৯টি স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত এবং ৬টির কাজ চলমান।		

সমাপ্তকৃত স্মৃতিস্তম্ভ সমূহ

সমাদ্দার ব্রীজ সংলগ্ন,
সদর মাগুরাপুর

কাটাশালী ব্রীজ সংলগ্ন, গোবিন্দগঞ্জ,
গাইবান্ধা।

সমাপ্তকৃত স্মৃতিস্তম্ভ সমূহ

সমাদ্দার ব্রীজ সংলগ্ন,
সদর মাগুরাপুর

কাটাশালী ব্রীজ সংলগ্ন, গোবিন্দগঞ্জ,
গাইবান্ধা।

ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্পঃ

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঐতিহাসিক সোহ্রাওয়ার্দী উদ্যানে "স্বাধীনতা স্তম্ভ" নির্মিত হয়েছে। এ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী স্বাধীনতা স্তম্ভটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত ছিল। সম্প্রতি এ্যালোকেশন অব বিজনেস সংশোধন করে স্বাধীনতা স্তম্ভ (স্বাধীনতা স্তম্ভ ও স্বাধীনতা জাদুঘর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত করা হয়েছে।

২। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঐতিহাসিক গুরুত্বঃ

- সোহরাওয়ার্দী উদ্যান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অন্যতম ধারক ও বাহক ;
- এ স্থানে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন এবং এ স্থানেই '৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সকল সংসদ সদস্য (MNA, MPA) গণকে জনসম্মুখে ৬ দফার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করার জন্য শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছিলেন;
- এখানেই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পন করে;
- স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর এ স্থানে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দান করেন;
- এ স্থানেই বাংলাদেশর স্বাধীনতা যুদ্ধের অকৃত্রিম বন্ধু ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধান এবং বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ স্থানে শিখা চিরন্তন স্থাপন করেন।

৩। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মোট আয়তন ৬৭ একর। দু'টি পর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ এর উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। "ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (প্রথম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ৬৪.৬৬ কোটি টাকা ব্যায়ে ডিসেম্বর ১৯৯৮ হতে ২০০৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়।

৪। "ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (প্রথম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটি মোট ১৭৪.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। সংরক্ষিত রেকর্ড অনুসারে দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় নিম্নোক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়ঃ

(ক)	স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ ও আনুষঙ্গিক কাজ (দক্ষিণ প্লাজা ও অবশিষ্ট ওয়াটার বডি) ;
(খ)	শিখা চিরন্তন পুন:নির্মাণ ;
(গ)	স্বাধীনতা জাদুঘর সজ্জিতকরণ ;
(ঘ)	অবশিষ্ট ওয়াকওয়ে নির্মাণ ;
(ঙ)	সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ;
(চ)	৩০০ কেভিএ স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর স্থাপন ;
(ছ)	ওয়াটার বডি ফিনিশিং ; এবং
(জ)	ম্যুরাল সংশোধন ইত্যাদি।

ঢাকাস্থ গজনবী সড়কে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ (তৃতীয় সংশোধিত) প্রকল্পঃ

ক)	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকাস্থ গজনবী সড়কে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ (তৃতীয় সংশোধিত)		
খ)	উদ্দ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
গ)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়		
ঘ)	প্রকল্প এলাকা	:	প্লট নম্বর-১/১, ১/২ ও ১/৩ গজনবী সড়ক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা		
ঙ)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	(ক) ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম গ্রহণ; (খ) মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; (গ) সকল মুক্তিযোদ্ধারে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সাময়িক আবাসনের ব্যবস্থা করা; (ঘ) ১৫ তলা ফাউন্ডেশনের উপর দুইটি বেইজমেন্ট ফ্লোর ও ১৩ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ এবং (ঙ) বাণিজ্যিক ভবন হতে প্রাপ্ত আয় দ্বারা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অধিকতর কল্যাণমূলক কাজ করা।		
চ)	প্রকল্পের অর্থায়ন উৎস (ঋণ, অনুদান, ইকুইটি ইত্যাদি)	:	বাংলাদেশ সরকার (জিওবি)		
ছ)	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	gyj	:	৬৫০৩.৮৮ লক্ষ টাকা
			1g ms‡kvwaZ	:	৬৯০৩.৭৭ লক্ষ টাকা
			2q ms‡kvwaZ	:	৬৭৫২.৭৭ লক্ষ টাকা
			3q ms‡kvwaZ	:	৬৭৫২.৭৭ লক্ষ টাকা
জ)	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	মূল	:	জানুয়ারি/২০১০-ডিসেম্বর/২০১২ পর্যন্ত
			১ম সংশোধিত	:	জানুয়ারি/২০১০-ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত
			২য় সংশোধিত	:	জানুয়ারি/২০১০-ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত
			৩য় সংশোধিত	:	জানুয়ারি/২০১০-ডিসেম্বর/২০১৪ পর্যন্ত

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

২০১০-২০১৪ সাল পর্যন্ত ৫ বছরে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ

➢	জাদুঘর ভবন নির্মাণঃ	ক. আগারগাঁও সিভিক সেন্টারে সরকার প্রদত্ত .৮২ একর জায়গা রেজিষ্ট্রেশন ও পজেশন গ্রহণ। খ. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভবনের জন্য উন্মুক্ত নকশা আহ্বান, গ্রহণ এবং চূড়ান্তকরণ। গ. ২০১১ সালের মে মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাদুঘরের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করেন। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এর অগ্রগতি ৯০%।
➢	রীচআউট কর্মসূচিঃ	ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের মাধ্যমে ২৩ জেলায় ১৫১ উপজেলায় ৪০৫ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪৫০০০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে কর্মসূচি আয়োজন। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধিকরণ।

➢	আউটরীপ কর্মসূচিঃ	ঢাকা মহানগরীর ৩৩২ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৪১৯৮৬ জন শিক্ষার্থীকে গাড়িযোগে জাদুঘরে এনে গাইডেড ট্যুর প্রদান এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ।

➢ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশনাঃ	মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা বিষয়ক ১০টি বই প্রকাশ।
➢ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণঃ	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ৯টি প্রামাণ্যচিত্র তৈরি।
➢ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজনঃ	গণহত্যা, বিচার, নারী নির্যাতন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন আদালত সম্পর্কিত ৫টি আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং ৮টি স্থানীয় সেমিনার ওয়ার্কশপের আয়োজন।

➢ ডক্যুমেন্ট সংগ্রহঃ	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতির ৩৫৯১ টি স্মারক সংগ্রহ এবং আর্কাইভে সংরক্ষণ।
➢ মৌখিক ভাষ্য সংগ্রহঃ	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমে ৯৭১৫টি মৌখিক ভাষ্য সংগ্রহ, প্রকাশ এবং আর্কাইভে সংরক্ষণ।
➢ আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় দিবস উদযাপনঃ	মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ৬০টি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় দিবস উদযাপন করেছে।
➢ নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মেলনঃ	৫টি বিভাগীয় ও ১৬ টি জেলা পর্যায়ের নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মেলন।

➢	দেয়াল পত্রিকাঃ	২০টি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশনা করেছে।
➢	মুক্তিযোদ্ধাদের প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহঃ	৫২ হাজার মুক্তিযোদ্ধা যারা ভারতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের প্রামাণ্য দলিল সংগ্রহ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪ঠা মে ২০১১ তারিখে আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বর্তমানে এর কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

জনগনের স্বপ্নের জাদুঘর'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর'

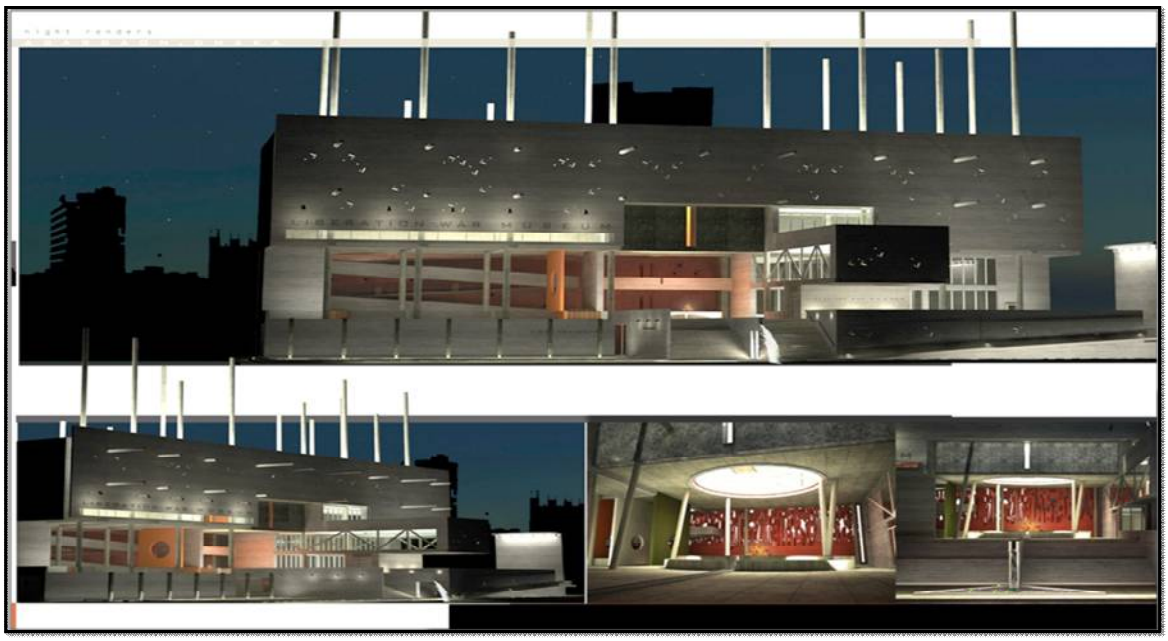

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)

জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ সমুন্নত রাখা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করণ কল্পে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল গঠন এবং তৎসম্পাদিত আনুষংগিক বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজন হওয়ায় জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন-২০০২ প্রণীত হয়।

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল আইন-২০০২ সালের ৫ এপ্রিল, ২০০২ তারিখে প্রণীত হলেও ২৭/০১/২০১০ তারিখ হতে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের যাত্রা শুরু হয়। বিভিন্ন সময়ে জামুকা কার্যালয় বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে। সর্বশেষ গত ১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখ হতে জাতীয় স্কাউট ভবন, ৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা এর ১২ ও ১৩ তলায় জামুকার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলে ২টি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি রয়েছে। কমিটি ২টি যথাক্রমে (ক) ৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা। (খ) ৯ জন সদস্য সমন্বয়ে কাউন্সিল কমিটি গঠিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান।

২০১০-২০১৫ সাল পর্যন্ত জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা) এর অর্জিত সাফল্য

জামুকার কার্যক্রম শুরুর পর (২৭-০১-২০১১) হতে ৩০-০৯-২০১৫ পর্যন্ত জামুকার ৩৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সভার মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছেঃ

- আবেদনকারীদের নাম যাচাই-বাছাই করে এ যাবৎ ৪৮৪৯ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার নাম গেজেটভুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১২৪ জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধার (বীরাঙ্গনা) নাম মুক্তিযোদ্ধা তালিকাভুক্তি ও গেজেট প্রকাশের জন্য সুপারিশ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ১৭ জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাকে যাচাই-বাছাই করে ১৪ জনের নাম যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেটভুক্তির জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।
- প্রয়োজনীয় প্রামান্য কাগজপত্র না থাকায় ২,৩৯৯ জন মুক্তিযোদ্ধার গেজেট ও সনদ বাতিল করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।
- বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ২১১টি সমিতিকে জামুকা হতে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। নিবন্ধিত এসব সমিতির মাধ্যমে একদিকে যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত করা সম্ভব হচ্ছে তেমনি ক্ষুদ্র পুঁজি বিনিয়োগ করে সমিতির সদস্যগণ (বীর মুক্তিযোদ্ধা বা তাদের সন্তান-সন্ততি) আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।
- জামুকার নিজস্ব একটি ওয়েবসাইট (www.jamuka.gov.bd) রয়েছে। বর্তমান ডিজিটাল যুগের সঙ্গে সম্পূর্ণ তাল মিলিয়ে চলার জন্যই জামুকার অধিকাংশ কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করা হয়েছে।
- মুক্তিযোদ্ধার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য সরাসরি ও অনলাইনে সারাদেশ হতে ১,৩৪,০০০ (এক লক্ষ চৌত্রিশ হাজার) টি আবেদন জামুকায় জমা হয়েছে। অনলাইন ও সরাসরি (হাতে হাতে) জমা হওয়া এই বিপুল সংখ্যক আবেদন ছাড়াও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ২,৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টি আবেদন, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেট আছে কিন্তু লাল মুক্তিবার্তায় নাম/ভারতীয় তালিকায় নাম/মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিস্বাক্ষরিত সনদ নাই এমন ৪৪,০০০ (চুয়াল্লিশ হাজার) আবেদন, যাচাই-বাছাইয়ের জন্য ০৩টি পার্বত্য জেলা কমিটি, ০৮টি মহানগর কমিটি এবং ৪৫৯টি উপজেলা কমিটিসহ সর্বমোট ৪৭০টি যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে।

জামুকা হতে নিবন্ধনকৃত সমিতি

জামুকা'র উপদেষ্টা পরিষদ

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি আদেশ নং-৯৪ বলে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের কল্যাণার্থে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়। এ মহতি লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য পর্যায়ক্রমে সর্বমোট ৩২টি শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ট্রাস্টের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।

২০১০-২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট এর সাফল্য

- **বঙ্গবন্ধু ছাত্র বৃত্তি চালুকরণঃ** ১৪/০৩/২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সভার সিদ্ধান্তমতে ট্রাস্টের নিজস্ব অর্থায়ণে ৪১.৬৫ কোটি টাকার তহবিল গঠন পূর্বক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসূরীদের মধ্যে স্নাতক/সম্মান শ্রেণির ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি বছর ৫২৮ জনকে মাসিক ১০০০/- টাকা হারে ও মেডিকেল/ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র/ছাত্রীদের ৭২ জনকে মাসিক ১৫০০/- টাকা হারে মোট (৫২৮+৭২)=৬০০ জনকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এ খাতে মাসিক ৬.৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে।

- **উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণঃ** উদ্ধার পরিকল্পনার আওতায় গৃহীত ৪টি উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে ১টি ঢাকার মোহাম্মদপুরের গজনবী রোডস্থ কলেজ গেইটে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে নির্মিত ১৫ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের বাস্তবায়নকাল ২০১০ হতে জুন ২০১৪ এর মধ্যে নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ভবনে ২টি বেইজমেন্ট, শিশুদের খেলার জন্য উন্মুক্ত জায়গা, কমিউনিটি স্পেস কমন রুম, ২টি ডরমেটরী, ডাক্তারের চেম্বার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রোগমুক্তি বিশ্রামাগার এবং অফিস স্পেসসহ ৮৪টি আবাসিক ফ্ল্যাট রয়েছে।

- অপর ৩টি চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে চট্টগ্রামস্থ 'টাওয়ার-৭১' ৪টি বেইজমেন্টসহ ২৯ তলা ভবনের ০৪টি বেইজমেন্ট এর পর ২য় তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে এবং ভৌত অগ্রগতি ২০% সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রকল্প হতে সাইনিং মানি বাবদ ৭ কোটি টাকা পাওয়া গেছে। চট্টগ্রামস্থ অপর উন্নয়ন প্রকল্প 'জয়বাংলা বাণিজ্যিক ভবন' ২টি বেইজমেন্টসহ ১৯তলা ভবনের পাইলিং এর পর মাটি কাটার কাজ ৭০% সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত প্রকল্প হতে ৮ কোটি টাকা সাইনিং মানি পাওয়া গেছে। ঢাকার পোস্তগোলাস্থ 'আবাসিক সিটি বিজয় নিকেতন' প্রকল্পের পুরাতন ভবন অপসারণ করে জমি সমতল করা হয়েছে। প্রকল্প সমূহের স্থিরচিত্র এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ার-১, গজনবী রোড, কলেজ গেইট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

টাওয়ার-৭১, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম

জয়বাংলা বাণিজ্যিক ভবন, ৩৬, আগ্রাবাদ,চট্টগ্রাম

❖ **ব্যাংক ঋণ মওকুফ:** উদ্ধার পরিকল্পনার আওতায় ট্রাস্টের নিকট রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ বাবদ পাওনার বিপরীতে স্বাধীনতা পূর্ব ব্যাংক ঋণের সুদাসল বাবদ ৭৩.০৮ কোটি টাকা এবং স্বাধীনতা উত্তর ব্যাংক ঋণের সুদ বাবদ ৫৩.৩২ কোটি টাকা মোট (৭৩.০৮+৫৩.৩২)= ১২৬.৪০ কোটি টাকা মওকুফ করা হয়। বর্তমানে ট্রাস্ট ব্যাংক ঋণ মুক্ত। একই সাথে ট্রাস্টের ৫৮জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর অবসর জনিত সার্ভিস বেনিফিটের বকেয়া ১.৬৮ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়।

❖ **অবৈধ দখলে থাকা জমি উদ্ধারঃ** 'উদ্ধার পরিকল্পনা-২০১০' অনুযায়ী ট্রাস্টের সকল জমি-জমার দলিল, পর্চা, রেকর্ড এবং নামজারী হালনাগাদ করা হয়। নারায়নগঞ্জ সদরের ৪০ বছর ধরে অবৈধ দখলে থাকা ০.৩৪০৭ একর জমি এবং ১৯৯৩ সাল থেকে নারায়নগঞ্জের ডালপট্টির ০১.১১ একর জমি অবৈধ দখলদারদের কবল থেকে উদ্ধার করা হয় এবং ট্রাস্টের সকল জমি-জমা নিষ্কন্টক করা হয়।

❖ **সম্মানী ভাতার হার বৃদ্ধিঃ** বিভিন্ন শ্রেণির মোট ৭৮৩৮জন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা ২০০৯ - ২০১০অর্থ বছরে ৪০% ও পরবর্তীতে আরও ২০% বৃদ্ধি করা হয় অর্থাৎ যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের জন্য সর্বমোট ৬০% রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

❖ **অনলাইনের মাধ্যমে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাগনের চিকিৎসা বিল পরিশোধঃ** এপ্রিল,২০১৩ খ্রিঃ থেকে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা বিলের অর্থ 'চেকের' পরিবর্তে 'অন লাইন ব্যাংকিং' এর মাধ্যমে তাঁদের স্ব-স্ব ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধের প্রক্রিয়া চালু করা হয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে এ বিলের জন্য যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ঢাকায় যাতায়াত কষ্ট লাঘব হয়েছে এবং আর্থিক সাশ্রয় হয়েছে।এতে উপকারভোগীর সংখ্যা ২৪৯৫ জন।

❖ **রেশন প্রথা চালুঃ** রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাভোগী সকল যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার/যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, ৭ (সাত) বীর শ্রেষ্ঠ পরিবার ও বীর প্রতীক তারামন বিবি-এর জন্য স্বল্প মূল্যে রেশন প্রথা চালু করা হয়েছে।

❖ **অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিঃ** ট্রাস্ট প্রধান কার্যালয়সহ ০৪টি চালু প্রতিষ্ঠান ও ১৮টি বন্ধ প্রতিষ্ঠানের ৩১১৬ (১৯৭২-২০০৮ সন পর্যন্ত)টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি; যার আর্থিক সংশ্লেষ ৩০৯,৪৪.৮২ লক্ষ টাকা এর মধ্যে অক্টোবর ২০১৪ পর্যন্ত (নতুন উদ্ভুত অডিট আপত্তিসহ) ১৫৯১টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে; যার আর্থিক সংশ্লেষ ৪৯৯,৩৪.৮৪ লক্ষ টাকা।

❖ **যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, শহীদ পরিবার ও বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারদের আইডি কার্ড প্রদানঃ**

আইডি কার্ড ইস্যুর বছর	ইস্যুকৃত কার্ডের সংখ্যা	মন্তব্য
২০১০	১১৫৭	
২০১১	৭৫২	
২০১২	১৩২	
২০১২	১২	বীরশ্রেষ্ঠ পরিবার
২০১৩	৬২	
২০১৪	৯৪৯	নবায়ন ও আজীবন মেয়াদ
সর্বমোট=	৩০৬৪	

❖ **চিকিৎসা ব্যয়ঃ** রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতাপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের ২০১০-১১ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ে মোট ৬,৩৩,৭২,০০০/- টাকা চিকিৎসা খরচ পরিশোধ করা হয়েছে। যার বছর ভিত্তিক ব্যয় নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	প্রকৃত চিকিৎসা ব্যয়
২০১০-২০১১	৯৬,৮৪,০০০/-
২০১১-২০১২	১,৪৩,১৭,০০০/-
২০১২-২০১৩	১,৬৬,২৭,০০০/-
২০১৩-২০১৪	২,২৭,৪৪,০০০/-
সর্বমোট=	**৬,৩৩,৭২,০০০/-**